সমবেত একাকীত্ব : তাহাদের কথা

প্রবুদ্ধ ঘোষ

হুয়ান রুলফোর লেখায় মিথবাস্তব। সেখানে অসংখ্য মানুষের কথা ঘোর ভেঙে লেগে থাকে অক্ষরমালায়। অসংখ্য চরিত্র ব্যক্তিগত বেদনায় লীন হয়ে থাকে। অথচ, সেইসব বিষাদ মিলেও যায় একটি বিন্দুতে। বিন্দু, নাকি বিশাল এক কৃষ্ণগহ্বর? অথবা, এক রুক্ষ জমি। উষরতায় সবুজ নয়, ধূসরই প্রধান। হুয়ান প্রেসিয়াদো খুঁজতে বেরোয় বাবাকে তার না-দেখা মাতৃভূমিকে। কিন্তু, যত যায় তত ফিরে আসতে পারে না। এক-একটা চরিত্র তার সামনে আসে, কথোপকথন, বিষাদের চোরাস্রোত, কষ্ট-লজ্জা-ভয়ের আলাপন। তারপরই বোঝে, সেই আলাপী চরিত্রটি মরে ভূত হয়ে গেছে কবেই। পাঠক বোঝে, গল্পের ন্যারেটরও মরে গেছে তার গল্পের মাঝপথেই। তবে কি সব মিথ্যে? এই যে সাজানো বাক্য, প্যারাগ্রাফ তা বুঝি অলীক? কই? গল্প দিব্যি চলে। নতুন কথক জোড়ে, সেও মৃত। এ এক খেলা। লেখক খেলে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগেই অন্বেষণ শেষ। উপন্যাসটির গঠন, ভাঙ্গা আয়নার কাঁচের মতন। ভাঙ্গা কাঁচে ঠিকরে পড়ে চরিত্ররা, বিচ্ছুরিত হয়, নিভে যায়। কোমালা গ্রামের লোকগুলির জীবনের বেদনা, তাদের অনুতাপ....কোনো সমাধান নেই, আশার ব্যঞ্জনা নেই, ক্রমশঃ অন্ধকার। এই উপন্যাসে প্রত্যেকে অসহায়, পরিস্থিতি তাদের কুড়ে কুড়ে খায়। অবিরাম বৃষ্টিপতন, উপত্যকা ভাসিয়ে, গ্রাম ভাসিয়ে। আর, এই অবিরাম বৃষ্টি আমরা দেখব গার্সিয়া মার্কুয়েজের 'ওয়ান হাণ্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিট্যুড'-এও। বারবার। অলৌকিক? দেরোতিয়া আর হুয়ান একই কবরে শুয়ে কথা বলে, "can't you hear raindrops falling?" বৃষ্টি সতত ভয়ের এখানে, বিষাদের। সর্বগ্রাসী। আচ্ছা, নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টির মতই কি বারবার ঔপনিবেশিকরা, স্বৈরাচারী শাসকের ভয়ে-বিপন্নতায় ডুবিয়ে রাখে মেহিকো-কে? উপন্যাসের যে প্রোট্যাগনিস্ট (বোধহয়, অ্যান্টাগনিস্টও) তার নিষ্ঠুরতা, তার জোতদারি, তার বহুনারীধর্ষণ, তার শোষণ মিথ-এর মতন, তবু কিছু গোপন ক্ষত তারও। সে আজীবন সুসানা-কে পায়না, তার আকৈশোরলালিত প্রেম অধরা, সুসানার স্বামীকে হত্যা করেও জিততে পারে না তাকে পেদ্রো পারামো। মিথের মতন ভোরে সুসানার মৃত্যুর পর তিনদিন-তিনরাত মেদিয়ালুনা গ্রামে গীর্জার ঘণ্টা বেজেই চলে, বেজেই চলে অলৌকিকের মত। অলীকবাস্তবতা মৃতদের স্বর ঘন করে। বর্ণনা ঘিরে ফেলে প্রতিটি ক্রিয়া। আবহ ঘিরে ধরে চরিত্রদের। চরিত্রদের সাধারণ মুখের আড়ালে অব্যক্ত যন্ত্রণা। 'মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতন...।' বন্ধু নেই, শত্রুতাও মাপা। আর, হ্যাঁ রুক্ষ পাথরে চারাগাছের মত ভালবাসাও আছে, ভয়ে, অন্তর্লীনা। কিছু পরে আমরা গার্সিয়া মার্কুয়েজের লেখায় জেনে যাব যে, প্রেম মরে না। তিপ্পান্ন বছর সাত মাস এগারটি দিনরাত পেরিয়েও প্রেমের প্রবল

আকুতি-কলেরাময় নগর-বন্দর ছেড়ে অনন্তকাল স্রোতে ভাসা, যাওয়া-আসা...অশেষ কিছু টাইপ ঢেকে রাখে ব্যক্তিআখ্যান। মেহিকোর সাহিত্য নতুন স্বরে কথা বলে। ন্যারেশন ভেঙে ভেঙে, গড়ে। কথন বদলে যাচ্ছে মুহূর্তে। বিচ্ছিন্নতা আর সমগ্রতা একাত্ম। কথক মরে, জেগে থাকে। আসলে, এটা কি লাতিন আমেরিকার বারবার পালাবদলকেই ইঙ্গিত করে? যেখানে শাসন ও শোষণ ধ্রুব, কিন্তু শাসকের মুখ বদলাচ্ছে। বাস্তবতার ভার ধ্বসে পড়ে অ-বাস্তবতার ঐশ্বর্যে। আমরা যারা, মেহিকোর থেকে বহুদূরে বসে পড়ি, বুঝি এসবই অলীককথন। 'মৃতেরা এ পৃথিবীতে ফিরে আসে না কখনো'। কিন্তু, ঔপনিবেশিক চাপে সত্যিই যে দেশটি ঊষর, দখলদারির তাপে শুকিয়ে গেছে গ্রাম-কৃষি, সেখানকার মানুষের কাছে অলীক নয়। এ বাস্তব। ঘোরতর বাস্তব। দোলোরিতা তা সন্তান প্রেসিয়াদো-কে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়। দলে দলে লোক যায়। পেদ্রো পারামোর শপথ অনুযায়ী মাতৃভূমি হয়ে ওঠে কোমালা, মেদিয়ালুনা। আর, সত্যিই তো বিংশ শতক জুড়ে মেহিকোকে ঘিরে ধরে অভিবাসনের ইতিহাস। দুর্বল হয়ে পড়ে মেহিকোর কৃষি অর্থনীতি। হয়তো শাসক পেদ্রোর তীব্র কামনা, না-পাওয়া প্রেম সুসানাই এই অর্থনীতি বদল। তার জন্যই নিষ্ঠুরতম শাসক হয়ে উঠবে পেদ্রো, গ্রাম ধ্বংস হবে, লোক শহরাভিমুখী, খ্রিস্টধর্ম-যাজক সতত অনুতাপে ভুগবে কারণ তা মানুষকে শান্তি দিতে পারছে না, প্রেতভূমির হাহাকার...হতেই পারে এসব জাদু, এসব আষাঢ়ে—আমাদের কাছে। কিন্তু, মেহিকোর নীরবে অতৃপ্ত অসহায়দের কাছে এ বাস্তব। আসলে কোমালা ও মেদিয়ালুনা কোথাও নেই, যেখানে কেউ নেই কেউ ছিল না কোনওদিনই। আর হ্যাঁ, কোমালা সর্বত্র রয়ে যায় লাতিন আমেরিকা জুড়ে সবখানেই কোনো না-কোনো পেদ্রো পারামো। আবুন্দিয়ো (যে পেদ্রোকে হত্যা করবে), ফুলহোর, দামিয়ানারা। ততটাই বেঁচে তারা, যতটা মরে গেছে।

অথবা, সময় ভেঙ্গে পড়ে স্থানের ওপর। আলেহো কার্পেন্তিয়ের-র 'উৎসের দিকে ফেরা'। এখানেও বর্ণনা আর জাদুআখ্যান ছেয়ে আছে প্লট। মোমগুলো গলছে দোন মার্সিয়ালের মৃত্যুশয্যার পাশে। আর, তারপর সেইসব মোম হঠাৎ নিভে বেঁচে উঠছে মার্সিয়াল, জীবন পিছনে ফিরছে মৃত্যু থেকে। ঘরের আসবাবগুলো উঁচু হতে শুরু করছে, দোন নাগাল পাচ্ছে না, উঁচু, উঁচু...তার বয়স আর উচ্চতা কমছে, শৈশবে ফিরছে। জীবনের অপ্রয়োজনীয় স্মৃতিগুলো টেনে নিয়ে যাচ্ছে...হুহু দৃশ্যের গতিতে সে দেখে ফেলে তার উদ্ধত বাবা মারকেস একজন মুল্যাটো পরিচারিকাকে পাঁজাকোলা করে বিছানায় নিয়ে যাচ্ছে, চাবুক মারছে। মার্সিয়ালের প্রথম সলজ্জ চুমুর বদলে পাওয়া তরুণী-রমাল। রক্তমাংসের মানুষ থেকে দলিল-দস্তাবেজ-আইনের কাগুজে মানুষ হওয়া। সব থাকে। আর? বাস্তব ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাসে মেঘের মতন। নগর-সভ্যতা গলে গলে ঝরে। অট্টালিকাসারি বাঁধন খসে নেমে আসছে মৃত্তিকা-উচ্চতায়। কালকথা ডুবিয়ে নিচ্ছে ঠোঁট প্রথম আগুনে। নাঃ, এভাবে নয়, এভাবে সে বর্ণনা সাধ্যাতীত, স্প্যানিশ জানিনা তাই অনুবাদে দেখে নিই : 'Birds returned to their eggs in a whirlwind of feathers. Fish congealed into roe, leaving a snowfall of scales of the bottom of their pond. The palm trees folded their fronds and disppeared into the earth like shut fans. Stems were reabsorbing their leaves, and the earth reclaimed everything that was its own. Thunder

rumbled through the acredes. Hairs began growing from antelope skin gloves. Woolen blankets were unravelling and turning into the fleece of sheep in distant pastures. Cupboards, cabinets, beds, crucifixes, tables and blinds disappeared into the darkness in search of their ancient roots beneath the forest trees. Everything that had been fastened with nails was distintegrating. A brigantine, anchored no one knew where, sped back to Italy carryng the marble from the floors and fountain, Suits of armour, ironwordk, keys, copper cooking pots, the horses' bits from the stables, were melting and forming a swelling river of metal running into the earth through roofless channels. Eerything was undergroing metamorphosis and being restored to its original state. Clay returned to clay,leaving a desert where the house had once stood.'। মার্সিয়াল ফেরে মাতৃগর্ভে। উৎসে ফিরে যায় সব। কি আশ্চর্য! ঔপনিবেশিকরা যে সম্ভার নিয়ে জেঁকে বসেছিল উপনিবেশিতর মাটিতে, সেসবও ফিরে যায়। যেসব খনিজের লোভে, যেসব পুঁজির লোভে উন্নত ধাতব অস্ত্র নিয়ে সাম্রাজ্য গড়েছিল তারা সেসব খনিজ চিরেফুঁড়ে ঢুকে যায় মাটিতে। আদিতে। গভীর গভীরতর বিষাদের জন্মেরও আগের অবশ আঁধারে। নাঃ, এ মিথ্যেই বটে, এ জাদুই বটে। আর, যদি সত্যিই পেছনে ফিরত সময়? শোষণে বেড়ে ওঠা কৈশোর স্বাধীনভাবে বাঁচত। পরাধীন যৌবন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়ে বুলেটবিদ্ধ পড়ে থাকত না, উড়ত। উন্নয়ন-উন্নয়ন-উন্নয়ন দশচক্রে গাঁ-উজাড় লোক, কাটাসৈন্য গাছ, তীরবেঁধা মিথুনাবদ্ধ পাখি, মাতৃভাষাহারা ক্রীতদাস কিচ্ছু হত না! অস্তিত্ব থেকে ছিঁড়ে 'সভ্য' বানানোর খেলা যেত থেমে। না-হওয়া জাদুর মত স্বপ্নে স্বপ্নে বাস্তবের বিনির্মাণ হয়....হয়ে চলে...

হুয়ান রুলফো-র 'লুভিনা' গ্রামটি যে উপত্যকায়, তা 'the highest & the rockiest'। সেখানে দিনের বেলাও রাতের মত শীতল আর, শিশির ঘন হয়ে থাকে আকাশে। অনির্বাণ বিষাদের দিকে টেনে নিয়ে চলে আখ্যান "It seems like sadness was born there.'। না, এ শহরেও বেঁচে নেই কেউ। অথবা আছে, ছায়ার মতন মৃতপ্রায় রমণীরা, আছে ভয়ের বাতাস, ঠাণ্ডা আকাশ, বাতাস নখ দিয়ে আঁচড়ায় দেয়াল-মাটি। অসার্থকতা আর বিমর্ষতা শাসন করে রুলফো-র সব গল্প। অলৌকিক এখানেও। পাঠকের মতই সেই স্কুলশিক্ষকও ভাবে মিথ্যে এ বর্ণনা। তারপর যখন সে নিজে অসহায়তার সামনে পড়ে, বোঝে এই লুভিনা-তে খাবার নেই কোথাও, বেঁচে নেই কেউ তবু বেঁচে আছে। কেন? "But if we leave, who'll bring along our dead ones? They live here and we can't leave them alone.' । জাদুআখ্যানেই মুড়ে রাখা ভালো বীভৎসতাকে। কারণ, বাস্তব সহ্য না-ও হতে পারে। বাস্তব জুড়ে, ইতিহাস জুড়ে ধ্বংস কেবল ধ্বংস। বিপন্ন বর্তমান। এই দেশ তাদের, অথচ তাদের নয়। তারা অস্বীকৃত নিজেদের ভূমি-জলে। প্রান্তিকতার শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে তারা 'দেশ'কে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, এই হননভূমি তাদের দেশ হতে পারে না। 'I told them it was their country. The shook their heads saying no. And they laughed. It was the only time I saw they people of Luvina laugh. They grinned with their toothless mouths and told me no, that the Government

didn't have a mother." কেমন গা-ছমছম করে না? কাশ্মীরের আজাদ দাবি মনে হয় না? আসলে, সত্যিই তো উড়ে এসে জুড়ে বসা শাসক মেহিকো জুড়ে, লাতিন আমেরিকা জুড়ে। বীভৎস উল্লাসে সরিয়ে দেওয়া মূলবাসী সংস্কৃতিকে। রুলফো সেটুকুই বলেন, কিন্তু বর্ণনা দিয়ে মায়াআবহ তৈরি করে রাখেন। রুলফো-র গল্পে, একমাত্র উপন্যাস 'পেদ্রো পারামো'-তে প্রধান সীম হয়ে ওঠে প্রতিহিংসা, মৃত্যু আর জীবনের তীব্র ইচ্ছে। তাঁর চরিত্ররা তাড়িত হয় লোভ, ঘৃণা, প্রতিশোধ, লালসা দ্বারা। ভাগ্য তাদের প্রত্যাখ্যান করে, ক্ষতবিক্ষত অস্তিত্ব। একলা একা, একা আশাহত উদ্যম। মানুষে-মানুষে যোগাযোগ ক্রমশঃ নিথর, বাড়ানো হাতের ফুল কবেই শুকিয়ে কাঠ। কুহকঘেরা বাস্তব থেকে প্রবল অসহায়তায় মৃত (?) দের স্বরে উঠে আসে—"Government যখন খবর পায় যে লুভিনা-তে কেউ কোনো অপরাধ বিদ্রোহ করছে, তখন তাকে মারতে সেনা পাঠাবে। সেনা এসে তাকে মেরে, চলে যাবে। আর, এছাড়া Government জানেই না যে এখানে কোনো মানুষ অছে"! কি? বীজাপুর গ্রাম বা পিঁপড়ের ডিম খেয়ে বাঁচা গ্রাম বা বাস্তারের কোনো গ্রামের নাম পাল্টে 'লুভিনা' রেখে 'মিথ্যে' বলছি আমি?

গার্সিয়া মার্ক্যুএজের 'ওয়ান হাণ্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচ্যুড'-এ সেই কেমন বানজারাদের কথা থাকে! যারা এসেছিল খেলা দেখাতে, রঙিন খেলা, নিত্যনতুন। আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর উপন্যাসে কিউবা-র মানুষ। আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা ক্রীতদাস-দের গল্প, তাদের নাচ-মিথ্‌ছন্দ-লোকসংখ্যা মিশে যায়, অ্যাফ্রো-ক্যুবান সংস্কৃতির গভীর বেদনা, শাসিত হওয়ার ভাষা। কার্পেন্তিয়ের বা রুল্‌ফো-র লেখা কুহকী, অবাস্তব তক্‌মা সেঁটে দেওয়া ইউরোপীয় সমালোচকদের প্রতি সোচ্চার কার্পেন্তিয়ের—আমেরিকার বাস্তবতা আর ইউরোপের বাস্তবতা ভিন্ন। লাতিন আমেরিকার সাথে ইউরোপের বাস্তবতা ভিন্ন হয়ে যায় অর্থনৈতিক বিষমতায়। ইউরোপের জাদুবাস্তব বা পরাবাস্তব লেখালেখির কালে, ইউরোপ উন্নত অর্থনীতি, শিল্পর দেশ। মানুষকে 'পণ্য' বানিয়ে তোলার নমঃ যন্ত্র পুঁজিবাদী চেতনার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় পরাবাস্তবের শিল্পসংস্কৃতি। কিন্তু, লাতিন আমেরিকা যে সে তুলনায় অনেক 'পিছিয়ে থাকা', না-পুঁজিবাদী কৃষিঅর্থনীতির দেশ। সেখানে বরং নিজেদের ইতিহাস জানার, হারিয়ে যাওয়া ভাষাদের গল্প বলার, ইউরোপীয় চাপে বিলুপ্ত মানুষের কথা শোনার, ভূগোল-ইতিহাস ছিঁড়েখুঁড়ে অস্তিত্বরক্ষার প্রবহমানতা কার্পেন্তিয়ের, রুলফো, আস্তুরিয়াসদের লেখায়। 'এলরেইনো দেল্‌এস্তে মুন্দো' উপন্যাসের প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলছেন? "ইতিহাসকে এখানে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা হয়েছে...অথচ তবু এটা ঐতিহাসিক উপাখ্যানও—যেখানে স্বপ্ন আর বাস্তবের সীমান্ত চিরকালের মতো ঝাপসা ও অস্পষ্ট হয়ে গেছে, কারণ এখানকার বাস্তব এতটাই মাত্রাছাড়ানো, অতিকায় এবং আশ্চর্য যে, চমৎকারকে কুহককে অশ্চর্যকেই মনে হয় বাস্তব। কার্পেন্তিয়ের একবার অবশ্য বলেছিলেন, লাতিন আমেরিকার ভাগ্য আর ভবিষ্যতে তাঁর গভীর আস্থাই তাঁর এই 'অলৌকিক বাস্তবতার' ধারণাকে গড়ে দিয়েছে।" কার্পেন্তিয়ের-এর উপন্যাসে ব্যর্থ বিদ্রোহের গল্প, অসংখ্য মৃত্যু আর দমচাপা বাস্তবের মধ্যেও ভালবাসার চিরন্তন, কুহকময় হলেও সত্যি। প্রবল সত্যি কারণ জীবন আসলে আজীবনের ভালবাসার আখ্যান। আর, তার সাথেই মিথ, ইউরোপীয় সমালোচকদের চোখে যা 'ধুর', যা মিথ্যে তা-ই পরম নির্মাণ শোষিত মানুষদের, ক্রীতদাসদের দ্রোহে। মাকান্দাল, বিদ্রোহের

প্রতীক মানুষটি 'বিষের দেবতা' হয়ে ভয়ের বিষ ঢেলে দেয় শেতাঙ্গ শাসকদের চেতনায়, বারবার তাকে হত্যার পরেও মাকান্দাল বেঁচে যায়। বাঁচতে তাকে হতই, হবেই—মুক্তিকামী দ্রোহজদের সাহস জোগাতে। কুহকী নির্মাণে যেভাবে বেঁচে থাকে 'বসাই টুডু'। শাসকের চোখে যা মিথ্যে, তাই সত্যি শাসিতের উড়ানে।

ইউরোপীয়দের কাছে যা জাদু, কুহক তাই বাস্তব লতিন আমেরিকায়। সেই সঘোষ জবাব দেন গার্সিয়া মার্কুয়েজ, 'নোবেল বক্তৃতা'র মঞ্চে। "A reality not of paper, but one that lives within us and determines each instant of our countless daily deaths, and that nourishes a source of insatiable creativity, full of sorrow and beauty, of which this roving and nostalgic Colombian is but one cipher more, singled out by fortune. Poets and beggars, musicians and prophets, warriors and scoundrels, all creatures of that unbridled reality, we have had to ask but little of imagination, for our crucial problem has been a lack of conventional means to render our lives believable. This, my friends, is the crux of our solitude...It is only natural that they insist on measuring us with the yardstick that they use for themselves, forgetting that the revages of life are not the same for all, and that the quest of our own identity is just as arduous and bloody for us as it was for them. The interpretation of our reality through patterns not our own, serves only to make us ever more unknown, ever less free, and over more solitary." । হ্যাঁ লাতিন আমেরিকা শান্তি পায়নি এখনো। শান্তিকল্যাণ যুদ্ধের বেশে কর্তৃত্ব বদল করেছে। গার্সিয়া মার্কুয়েজ বেদনার ব্যক্ততায় বলে যান কিভাবে লাখ লাখ মানুষ গুম হয়ে গেছে চিলি, গুয়াতেমালায়। আর্জেন্তিনার কারাগারে যে প্রতিবাদী নারীর সন্তানেরা জন্মায়, কৃষ্ণ নয়, তারা স্রেফ 'হারিয়ে' যায়। মধ্য-আমেরিকার দেশগুলোতে স্বৈরাচারের শাসনে মৃত কয়েক লাখ। উদ্বাস্তু সংখ্যার হিসেব মেলানো ভার। এবং, বারবার ইউএসএ-র, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর প্রত্যক্ষ মদতে গণতান্ত্রিক শাসকদের মরতে হয়, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর দখল নেয় Military Coup। লাতিন আমেরিকায় কতটা 'জাদু' আর কতটা 'বাস্তব' ওতঃপ্রোত, তা বোধহয় কিছুটা বোঝা যায় General Maximillano Hernandez Martinez-র শাসনে! এল সালভাদোরের এই আধ্যাত্মপ্রেমী শাসক প্রায় ৩০০০০ চাষীকে গণহত্যা করেন আর অদ্ভুত এক দোলক আবিষ্কার করেন তাঁর খাবারের বিষ খুঁজে বার করতে; তিনি পথবাতি লাল কাগজে মুড়ে রাখতেন জ্বরের মহামারী থেকে প্রজাদের বাঁচাতে! সভ্যতার পরিচায়ক রেলপথ, সেই রেলগাড়ির সাথে সাথে উপনিবেশিকদের এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতর হয়েছে, তেমনি সম্পদ উত্তোলন করে দ্রুত তা ঔপনিবেশিকদের কাছে পৌঁছানোর পথও সহজ হয়েছে। সেই উন্নতি, সেই রোল, সেই সভ্যতা থেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মাকোন্দো গ্রামের সেই মহিলা সাপের মত, শয়তানের মত, হলুদ রঙের মৃত্যুরঙ্গা ট্রেন আগুন উগলোতে উগলোতে আসে, তাই হুইসল মৃত্যুসঙ্কেত দেয় আর, গ্রাম থেকে নগর হওয়ার সেই প্রতীকের সাক্ষাতে ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওঠে মহিলা—"It's coming, something frightful like a

kitchen dragging a village behind it." হ্যাঁ, কুহকীবর্ণনায় মোড়া,কিন্তু বাস্তব তাতে ভয়াবহ সত্যি হয়ে দেখা দেয়। অথচ, ইউরোপীয়রা তো এক 'কুহক'-এর গাঁজায় নেশাতুর হয়েই এসেছিল—এল দোরাদোর স্বর্ণখনির লোভ! চিরন্তন যৌবনের ঝরণা খুঁজতে ন্যুনেজ চ্যাবেজা উত্তর মেহিকো খুঁজে বার করেছে বহু বছরের পরিশ্রমে। ১১০০০ খচ্চর বোঝাই সোনা নিয়ে মুক্তিপণ দিতে গিয়ে নিরুদ্দেশের মিথ, মুরগীর পেটভরা সোনার মিথ্ই তো টেনে এনেছিল ঔপনিবেশিকদের। আর, তারাই এরপর নিজেদের মত করে দেখাতে থাকল আমেরিকা-কে। 'বানিয়ে' নিল। মিথ্যেগুলোকে সত্যি করতে আর, সত্যিগুলোকে অবাস্তব বানাতে গল্প ফাঁদল, প্রচার ছড়াল, লেখালেখি করল! 'অসভ্য'-দের 'সভ্য' করার গা-জোয়ারির বিপ্রতীপে বাস্তব অবস্থার কথা কেউ বললেই, 'ওটা মিথ্যে নির্ঘাত', এ অভ্যাস তো বরাবরের। ঠিক যেমনটি বোধহয় গুয়াতেমালার কিশে-ইণ্ডিয়ান বিদ্রোহিনী রিগোর্বেতা মেঞ্চুর আত্মজীবনীকে 'নিখাদ মিথ্যে' বলে উল্লসিতি হন ইউএসএ-র একাংশ সমালোচক। কিন্তু, সেই স্বপ্নজাগানিয়া ভালবাসা শৃঙ্খলমুক্তির আখ্যান অন্ততঃ আমি মিলিয়ে নিতে পারি গুয়াতেমালা আর ভারতের কৃষিবিপ্লবের সাযুজ্যে, প্রখর বাস্তবে। আর রুল্‌ফো, গার্সিয়া মার্ক্যের লেখাকে যত সহজে অলীক বলে চিহ্নিত করা যায়, তার অনেক গভীরে বাস্তবতার মানে। একাকীত্ব সতত ক্রিয়াশীল। হাজার বছরের বিপন্নতা, বঞ্চনা আর বৈষম্যের ভার একাকীত্ব গাঢ়তর করে। কিন্তু, ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবিরা মানতে পারে না লাতিন আমেরিকার এই ইতিহাস। তাদের কাছে বরাবরই তৃতীয় বিশ্ব ভাগ্যান্বেষণের পথ। তাদের 'ম্যাজিক রিয়ালিজম্' ও ভিন্ন। জার্মান শিল্প সমালোচক ফ্রাঞ্জ রো ১৯২৫ সালে এই 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' শব্দের উদ্‌গাতা; বাস্তবতার মধ্যে ম্যাজিকের অন্তর্দৃষ্টি, পোস্ট-এক্সপ্রেসনিস্ট ছবিতে যেমন দৈনন্দিন বাস্তবতার ভিতরকার রহস্যময় উপাদানগুলির প্রকাশ ঘটত। বাস্তব জগতের ঘটমানতার প্রতি মানুষের যে অবাক বিস্ময় প্রকাশ, তা-ই বোধহয় ম্যাজিক রিয়ালিজম। কিন্তু, ইউরোপ আর লাতিন আমেরিকার শিল্পে এই 'ম্যাজিক রিয়ালিজম'-এর মূল তফাৎ গড়ে দেয় ইতিহাস-ভূগোল-সাংস্কৃতি-চেতনা। ভয়াবহতা, হিংস্রতায় কাটানো দৈনন্দিনের প্রতি সবাক বিস্ময় নির্মাণ করে ম্যাজিক রিয়ালিজম। বিনির্মাণ করে শাসকের গড়ে তোলা যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গির। আর, ক্রমাগতঃ হতাশার অন্ধকারেও জীবনের প্রতি ভরসা। বন্যা না, প্লেগ না, অনাহার নয়, শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ নয়-লাতিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলিতে ভালবাসা, মাথা-উঁচু ভবিষ্যত সম্ভাবনারা বেঁচে থাকে। হোক না কুহকে ঢাকা, না হয় উন্নত দেশের সাহিত্য-সমালোচনায় 'মিথ্যে' বলেই পরিচিত হোক, তবু লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়ালিজম্ কিসের কথা বলছে? রুল্‌ফো, কার্পেন্তিয়েরের উত্তরসুরী গ্যাব্রিয়েজ গার্সিয়া মার্ক্যুয়েজের জাদুবক্তৃতায়—"Faced with this awesome reality that must have seemed a mere utopia throug all of human time, we, the inventors of tales, who will believe anything, feel entitled to believe that it is not yet too late to engage in the creation of the opposite utopia. A new and sweeping utopia of life, where no one will be able to decide for others how they die, where love will prove true and happiness be possible, and where the races condemned to one hundred years of solitude will have, at last and forever, a second opportunity on earth."